POLITICAL SCIENCE CBCS -GEN- 6TH SEM

SEC-4: Conflict and Peace Building

Unit IV: Conflict Responses: Skills and Techniques

a. Negotiations /b. Mediation / c. Track I, Track II & Multi Track Diplomacy /d. Gandhian Methods

BY SHYAMASHREE ROY

A. NEGOTIATION-

আন্তর্জাতিক আলোচনার প্রায়শই শক্তি-ভিত্তিক কথোপকথনের একটি প্রক্রিয়া যা নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা সমাপ্তির উদ্দেশ্যে হয় এবং যা কোনও পক্ষের সন্তুষ্টির জন্য কোনও নির্দিষ্ট বিবাদ বা বিরোধগুলি পুরোপুরি সমাধান করতে পারে বা নাও করতে পারে। এই গ্রন্থ-গ্রন্থের লক্ষ্য হ'ল পাঠককে এমন বইয়ের সাথে পরিচিত করা যেগুলি সংঘাত পরিচালন, দ্বন্দ্বের রূপান্তর বা অন্যথায় বিরোধ নিষ্পত্তি লক্ষ্য করে বিভিন্ন ধরণের আলোচনার সন্ধান করতে চায়। আন্তর্জাতিক আলোচনার দ্বিপক্ষীয় বা বহুপাক্ষিক, প্রকাশ্য বা গোপনীয় হতে পারে এবং বিভিন্ন রাজ্য এবং বেসরকারী বেসামরিক অভিনেতাদের পাশাপাশি রাষ্ট্রবিরোধী অভিনেতাদের যেমন পৃথক সন্ত্রাসবাদী ও সন্ত্রাসী সংগঠনের সাথে বিভিন্ন ধরণের আলোচনার জড়িত থাকতে পারে। এছাড়াও, ভিন্ন সংস্কৃতি পৃথক শৈলীর সাথে এবং ভিন্ন প্রত্যাশার সাথে পৃথক পৃথক উদ্দেশ্যে আলোচনায় জড়িত হতে পারে। দ্বন্দ্ব পরিচালনার লক্ষ্য নিয়ে আলোচনার ফলে তাত্পর্য ও বিরোধগুলি যতটা সম্ভব সীমাবদ্ধ করা বা কমানোর চেষ্টা করা হয়, অগত্যা স্থিতাবস্থা পরিবর্তন না করে বা বিরোধী পক্ষগুলির মধ্যে ক্ষমতার মূল্যবোধ, এবং আগ্রহের সম্পর্ককে ছাড়াই। দ্বন্দ্ব রুপান্তরকে লক্ষ্য করে আলোচনার বিষয়টি বিতর্কিত শক্তি, মূল্যবোধ এবং স্বার্থের সম্পর্ককে আরও "ইতিবাচক" এবং কম বিতর্কিত দিক থেকে পরিবর্তনের লক্ষ্যে স্থিতিশীলতার বাইরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিবাদ ও মতপার্থক্য থেকে যায় সংঘাতের সমাধানটিকে সাধারণত একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া হিসাবে দেখা হয় যা ভিন্ন ভিন্ন দলগুলির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মান, স্বার্থ এবং ক্ষমতার সম্পর্ক সত্ত্বেও একটি সাধারণ এবং সম্পূর্ণ চুক্তি সন্ধান করার চেষ্টা করে।

আমরা পাঁচটি উদ্দেশ্য বা আলোচনার উদ্দেশ্যগুলি সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি: 1. সম্প্রসারণ চুক্তি - বিদ্যমান ব্যবস্থা দীর্ঘায়িত করা। ২. চুক্তির সাধারণকরণ - সহিংস সংঘাতের অবসান ঘটাতে, বা কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। ৩. পুনঃ বিতরণ চুক্তি - অন্যের ব্যয়ে নিজের পক্ষের পরিবর্তনের দাবি ৪) অভিনব চুক্তি - পক্ষগুলির মধ্যে নতুন সম্পর্ক বা বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ। ৫. প্রভাবগুলি চুক্তি সম্পর্কিত নয় - প্রচার, বুদ্ধি বা প্রতিপক্ষকে বিস্মৃত করা।

আলোচনার প্রক্রিয়া কীভাবে কোনও চুক্তির একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে বাড়ে? দলগুলির তিনটি মৌলিক পছন্দ রয়েছে: ক) প্রতিপক্ষের যে শর্তগুলি আমরা মীমাংসা করতে পারব সেগুলি চুক্তি গ্রহণ করা - উপলভ্য শর্তাদি, খ) চুক্তি ছাড়াই আলোচনা বন্ধ করে দেওয়া, এবং সেগুলি পুনরায় চালু করার কোনও উদ্দেশ্য ছাড়াই, এবং গ) উন্নতির চেষ্টা করার জন্য « আরও দর কষাকষির মাধ্যমে উপলব্ধ »শর্তাদি। ইক্লি পোষ্ট করেছেন যে প্রতিটি পক্ষই সতর্কতা, ধমক, হুমকি এবং প্রতিশ্রুতিগুলির যথাযথ ব্যবহার দ্বারা প্রতিপক্ষকে প্ররোচিত করতে বা বিস্মৃত করতে সক্ষম।

দর কষাকষির খ্যাতি, অভিনেতাদের ব্যক্তিত্ব, ঘরোয়া বিষয় সম্পর্কিত বিষয়গুলি এবং সিরিল: প্রতিপক্ষের লক্ষ্যগুলি সম্পর্কে নিশ্চয়তা বা অনিশ্চয়তা, সমস্তই আলোচনার সময় কোনও অভিনেতা যেভাবে আচরণ করতে পারে তার উপর প্রভাব ফেলে। অন্য কথায়, এই চারটি দিকের প প্রভাব ফেলেছে কোনও অভিনেতা যেভাবে প্রতিপক্ষের পছন্দগুলি 'চালিত' করতে পারে এবং অভিনেতার নিজের কর্মের পছন্দটিও নির্ধারণ করতে পারে।

B. MEDIATION/ মধ্যস্থতা

মধ্যস্থতা, এমন একটি অনুশীলন যার অধীনে, কোনও দ্বন্দ্বের মধ্যে, তৃতীয় পক্ষের পরিষেবাগুলি পার্থক্য হ্রাস করতে বা সমাধানের জন্য ব্যবহার করা হয়। মধ্যস্থতা সাধারণত নিষ্পত্তির শর্ত প্রস্তাব করার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগ নেয় যে "ভাল অফিস" থেকে মধ্যস্থতা পৃথক হয়। এটি সালিসি থেকে পৃথক যে বিরোধী পক্ষগুলি দেওয়া পরামর্শগুলি গ্রহণ করার জন্য পূর্ববর্তী চুক্তির দ্বারা আবদ্ধ নয়।

নবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে সফল মধ্যস্থতার বেশ কয়েকটি উদাহরণ রয়েছে তবে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের মধ্যে মধ্যস্থতার প্রক্রিয়াগুলি কম সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। মধ্যস্থতা যন্ত্রপাতি তৈরির দিকে আরও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলি 1899 এবং 1907 এর হেগ সম্মেলনগুলিতে এবং লীগ অফ নেশনস কনভেন্টে হয়েছিল। জাতিসংঘের সনদের অধীনে, বিশেষত, সদস্যরা শান্তিপূর্ণভাবে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য পূর্বের চেয়ে অনেক বড় দায়বদ্ধতা গ্রহণ করেছিলেন। অনুচ্ছেদের ২, অনুচ্ছেদ,-এ অন্য পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে সমস্ত সদস্য "শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তি করবেন।" আর্টিকেল ৩৩ এর অধীনে যে কোনও বিরোধের পক্ষে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সুরক্ষার রক্ষণাবেক্ষণকে বিপন্ন করতে পারে তাদের প্রথমে "আলোচনার মাধ্যমে তদন্ত, মধ্যস্থতা, সমঝোতা, সালিশি, বিচারিক নিষ্পত্তি, আঞ্চলিক এজেন্সি বা ব্যবস্থা বা অন্যান্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের সমাধানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের নিজস্ব পছন্দ। " তারা যদি এই উপায়ে এটি নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হয় তবে তাদেরকে সুরক্ষা কাউন্সিলের কাছে রেফারেন্স করার জন্য অনুচ্ছেদ ৩ এর অধীনে আহ্বান জানানো হয়েছে। কাউন্সিল বা জেনারেল অ্যাসেমব্লির সাথে যদি বিরোধটি উল্লেখ করা হয়, তবে তা নিষ্পত্তি করার ফর্মটি গ্রহণ করে যা এটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে উপযুক্ত বলে মনে করে। উদাহরণস্বরূপ, 1948 সালের মে মাসে সাধারণ পরিষদ ফিলিস্তিনে মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করে। 1949 সালে একজন

নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইস্রায়েল এবং চারটি প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রের মধ্যে সশস্ত্র চুক্তি সম্পাদন করতে সক্ষম হন। সুরক্ষা কাউন্সিল এবং সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত বেশ কয়েকটি কমিশনের মধ্যস্থতামূলক কাজ রয়েছে: উদাহরণস্বরূপ, ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কিত কমিশন, ভারত-পাকিস্তান কমিশন, ফিলিস্তিনের সমঝোতা কমিশন এবং কোরিয়া সংক্রান্ত কমিশন। সেক্রেটারি-জেনারেল, বিশেষত ডেগ হামারস্কেলজাল, ব্যক্তিগত কূটনীতির এক বিশাল ব্যবহার করেছেন যা মধ্যস্থতাকারী হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে।

C. TRACK I DIPLOMACY

ট্র্যাক ওয়ান কূটনীতিটিই ছিল কূটনীতিকরা পেশাদার কূটনীতিকদের দ্বারা পরিচালিত দেশগুলির মধ্যে আনুষ্ঠানিক আলোচনা। ট্র্যাক ওয়ান স্তরে ইউএন, আঞ্চলিক সংস্থা, রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকারী প্রতিনিধিদের মতো অভিনেতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই অভিনেতাদের প্রধান কাজটি পরিবর্তন বা বিরোধের সমাধানের জন্য শীর্ষ স্তরের নেতৃত্বের আলোচনার সুবিধার্থে। শীর্ষ নেতৃত্বের সাথে কাজ করার কারণ হ'ল এই অভিনেতারা বিশ্বাস করেন যে, রাজনৈতিক ক্ষমতাসীনরা যদি আলোচনার টেবিলে জড়িত থাকেন তবে ত্রুটিপূর্ণ রাজনৈতিক কাঠামো থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলি সবচেয়ে ভাল সমাধান করা যেতে পারে। এই ব্যক্তিরা সর্বোচ্চ রাজনৈতিক স্তরের রাজনৈতিক কাঠামো পরিবর্তন করার এবং জাতির শান্তি ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব রয়েছে। ট্র্যাক 1 কূটনীতি: ট্র্যাক ওয়ান খেলোয়াড়দের মধ্যে রয়েছে ইউনাইটেড নেশনস, ভ্যাটিকান এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দল যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আরব লীগ, আফ্রিকান ইউনিয়ন (এইউ), আমেরিকান স্টেটস অর্গানাইজেশন (ওএএস) , এবং আরও অনেক কিছু. ট্র্যাক ওয়ান ডিপ্লোম্যাসিকে বিশেষত দেশগুলির মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির জন্য বৈদেশিক নীতি সরঞ্জাম হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছিল। প্রথম, ট্র্যাক ওয়ান কূটনীতির আলোচনার এবং ফলাফলের দিককে প্রভাবিত করার জন্য রাজনৈতিক শক্তি ব্যবহার করার ক্ষমতা রয়েছে (স্যান্ডার্স, 1991)। এই ক্ষমতা সামরিক বাহিনীর হুমকি ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যদি কোনও পক্ষ আন্তর্জাতিক চুক্তির বিরুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। দ্বিতীয়ত, ট্র্যাক ওয়ান ডিপ্লোম্যাসিতে এমন উপাদান এবং আর্থিক সংস্থান অ্যাক্সেস করার ক্ষমতা রয়েছে যা আলোচনায় উচ্চতর লাভ এবং নমনীয়তা দেয়।

TRACK II DIPLOMACY

কূটনীতি ট্র্যাক 2 : অফিসিয়াল প্রক্রিয়া অবহিত করতে পারে এমন সম্পর্ক তৈরি করা এবং নতুন চিন্তাভাবনাকে উত্সাহিত করার উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিক সংলাপ এবং সমস্যা সমাধানের কার্যক্রম- যেহেতু এটি অনানুষ্ঠানিক - তাই আপনি প্রভাবশালী একাডেমিক, ধর্মীয়, এবং এনজিও নেতাদের এবং অন্যান্য সুশীল সমাজের অভিনেতাদের দেখা আশা করতে পারেন যারা উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের চেয়ে আরও নিরপেক্ষভাবে যোগাযোগ করতে

পারেন। একটি ট্র্যাক টু স্তরে আমাদের দুটি বড় বড় অভিনেতা গ্রুপ রয়েছে, যারা সরাসরি বিরোধ বিরোধ নিষ্পত্তি করে এবং যারা মানবিক সমস্যা নিয়ে কাজ করে। দ্বন্দ্বের সমাধানের জন্য ব্যক্তিগত এবং সরকারী সংস্থা সাধারণত ট্র্যাক টু স্তরে পরিচালিত হয় যেখানে তারা ধর্মীয়, উপজাতি, রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়ী নেতাদের মতো মধ্য স্তরের নেতৃত্বের লোকদের জন্য আলোচনা বা কর্মশালা সহজতর করে। যেমন আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এরা হ'ল এমন ব্যক্তিরা যাঁরা তাদের গোষ্ঠীর আস্থা রাখেন এবং শীর্ষ নেতৃত্বকে প্রভাবিত করতে পারেন। এই স্তরের ট্র্যাক টু প্লেয়ারদের দ্বন্দ্বের সংঘাতের মূল বিষয়গুলিকেই নয়, বরং সংঘাতের ফলস্বরূপ জনসংখ্যার উপর প্রভাব ফেলতে থাকা প্রতিদিন-আর্থ-সামাজিক ইস্যুগুলিতেও মনোনিবেশ করে বিরোধী দলগুলির মনোভাবকে প্রভাবিত করার লক্ষ্য । সরকারী আলোচনা সাধারণত উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক এবং সামরিক নেতাদের জড়িত এবং যুদ্ধবিরতি, শান্তি আলোচনা, এবং চুক্তি এবং অন্যান্য চুক্তি উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। রাষ্ট্রপ্রধানরা বৈঠক করেন, হাই-চা পান, ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেন এবং যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করেন ইত্যাদি

MULTI-TRACK DIPLOMACY

মাল্টিট্রাক কূটনীতি: একাধিক ট্র্যাকে একই সাথে অপারেশন করার জন্য একটি শব্দ, যার মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রচেষ্টা, নাগরিক এবং বৈজ্ঞানিক মতবিনিময়, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক আলোচনার বিষয়বস্তু, আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক এবং অ্যাথলেটিক ক্রিয়াকলাপ এবং অন্যান্য সমবায় প্রচেষ্টা রয়েছে। মাল্টি-ট্র্যাক কূটনীতি লুই ডায়মন্ড দ্বারা তৈরি এবং বাস্তবায়িত একটি ধারণা। ধারণাটি হ'ল জোসেফ মন্টভিলে ১৯৮২ সালে ট্র্যাক ওয়ান (অফিসিয়াল, সরকারী পদক্ষেপ) এবং ট্র্যাক দুটি (বেসরকারী, বেসরকারী পদক্ষেপ) সংঘাতের সমাধানের পদ্ধতির মধ্যে তৈরি মূল পার্থক্যের একটি বিস্তৃতি। খাঁটি সরকারী মধ্যস্থতার অদক্ষতার কারণে বহু-ট্র্যাক সিস্টেমের উদ্ভব হয়েছিল। তদুপরি, ১৯৯০ এর দশকে আন্তঃদেশীয় দ্বন্দ্ব (একটি রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব) বৃদ্ধি নিশ্চিত করে যে "ট্র্যাক ওয়ান ডিপ্লোমসি" আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সুরক্ষা বা বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য কার্যকর পদ্ধতি ছিল না। বরং সরকারী মধ্যস্থতা ছাড়াও আরও আন্তঃব্যক্তিক পদ্ধতির দরকার ছিল। সেই কারণেই, প্রাক্তন কূটনীতিক জোসেফ মন্টভিলে মধ্যস্থতা প্রক্রিয়াতে বৈচিত্র্য এবং দক্ষতা সম্পন্ন নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য "ট্র্যাক টু ডিপ্লোমসি" আবিষ্কার করেছিলেন। তবুও, ড। লুইস ডায়মন্ড স্বীকৃতি দিয়েছিলেন যে সমস্ত ট্র্যাক-টু কার্যক্রমকে একটি লেবেলের আওতায় আনার ফলে সরকারী কূটনীতির জটিলতা বা প্রসার ঘটে না। অতএব, তিনি বেসরকারী নাগরিকদের স্থল-স্তরের কাজ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় প্রধানদের শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠকে মধ্যস্থতার সমস্ত দিককে একত্রিত করার জন্য "মাল্টি-ট্র্যাক কূটনীতি" শব্দটি তৈরি করেছিলেন। মাল্টি ট্র্যাক কূটনীতি সমাজের সকল স্তরের মধ্যে প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ এবং যোগাযোগের সুবিধার্থে সমাজের সকল স্তরের ব্যবহার করে।

মাল্টি ট্র্যাক সিস্টেমে ৯ ট্র্যাকস

ট্র্যাক 1 - সরকার বা কূটনীতির মাধ্যমে পিসমেকিং। এটি সরকারী প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিক দিকগুলির মাধ্যমে প্রকাশিত হিসাবে সরকারী কূটনীতি, নীতিনির্ধারণী এবং শান্তিনির্মাণের জগত।

ট্র্যাক 2 - বিরোধী রেজোলিউশনের মাধ্যমে নগর সরকার / পেশাদার বা পিস মেকিং। এটি রাষ্ট্র-বেসরকারী অভিনেতাদের আন্তর্জাতিক বিরোধগুলি বিশ্লেষণ, প্রতিরোধ, সমাধান এবং পরিচালনা করার চেষ্টা করা পেশাদার জাতীয়-সরকারী পদক্ষেপের ক্ষেত্র।

ট্র্যাক 3 - বাণিজ্য, বা বাণিজ্য মাধ্যমে পিস মেকিং। এটি ব্যবসায়ের ক্ষেত্র এবং অর্থনৈতিক সুযোগ, আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব এবং সমঝোতা, যোগাযোগের অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলগুলি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের সহায়তার বিধানের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এর প্রকৃত এবং সম্ভাব্য প্রভাব।

ট্র্যাক 4 - ব্যক্তিগত নাগরিক বা ব্যক্তিগত অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে পিসমেকিং। এর মধ্যে নাগরিক কূটনীতি, বিনিময় কর্মসূচি, বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, বেসরকারী সংস্থা এবং বিশেষ আগ্রহী গোষ্ঠীর মাধ্যমে পৃথক নাগরিকরা শান্তি ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে জড়িত হওয়ার বিভিন্ন উপায় অন্তর্ভুক্ত করে।

ট্র্যাক 5 - গবেষণা, প্রশিক্ষণ, এবং শিক্ষা, বা শেখার মাধ্যমে শান্তি স্থাপন। এই ট্র্যাকটিতে তিনটি সম্পর্কিত বিশ্ব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: গবেষণা, কারণ এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রামগুলি, থিংক ট্যাঙ্কগুলি এবং বিশেষ আগ্রহী গবেষণা কেন্দ্রগুলির সাথে সংযুক্ত; প্রশিক্ষণ কর্মসূচী যা অনুশীলনকারী দক্ষতার প্রশিক্ষণ প্রদান করতে চায় যেমন আলোচনা, মধ্যস্থতা, বিরোধ নিষ্পত্তি এবং তৃতীয় পক্ষের সুবিধাদি; এবং পিএইচডি প্রোগ্রামের মাধ্যমে কিন্ডারগার্টেন সহ শিক্ষা, যা বৈশ্বিক বা ক্রস-কালচারাল স্টাডিজ, শান্তি এবং ওয়ার্ল্ড অর্ডার অধ্যয়ন এবং সংঘাত বিশ্লেষণ, পরিচালনা এবং রেজোলিউশনের বিভিন্ন দিককে অন্তর্ভুক্ত করে।

ট্র্যাক 6 - সক্রিয়তা বা অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে পিস মেকিং। এই ট্র্যাকটি নিরস্ত্রীকরণ, মানবাধিকার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার এবং সুনির্দিষ্ট সরকারী নীতি সম্পর্কিত বিশেষ-স্বার্থী গোষ্ঠীগুলির অ্যাডভোকেসির মতো বিষয়গুলিতে শান্তি ও পরিবেশগত সক্রিয়তার ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ট্র্যাক 7- - কর্মে বিশ্বাসের মাধ্যমে ধর্ম বা পিসমেকিং। এটি আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও শান্তি-ভিত্তিক ক্রিয়া এবং প্রশান্তিমূলকতা, অভয়ারণ্য এবং অহিংসতার মতো নৈতিকতা-ভিত্তিক আন্দোলনগুলি পরীক্ষা করে।

ট্র্যাক 8 - সংস্থান সরবরাহের মাধ্যমে অর্থায়ন, বা পিসমেকিং। এটি তহবিল সম্প্রদায়কে বোঝায় সেই ভিত্তি এবং স্বতন্ত্র সমাজসেবক যারা অন্যান্য ট্র্যাকগুলির দ্বারা পরিচালিত অনেকগুলি কাজের জন্য আর্থিক সহায়তা সরবরাহ করে।

ট্র্যাক 9 - যোগাযোগ এবং মিডিয়া, বা তথ্যের মাধ্যমে পিস মেকিং। এটি হ'ল জনগণের কণ্ঠস্বর: মিডিয়া-প্রিন্ট, ফিল্ম, ভিডিও, রেডিও, ইলেকট্রনিক সিস্টেম, চারুকলা দ্বারা জনমত কীভাবে আকার ও প্রকাশ পায়।

D. GANDHIAN METHODS

সংঘাত নিরসনের গান্ধীবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি সত্যগ্রহ নামে পরিচিত, এটি মূলত একটি অহিংস পদ্ধতি। এটি এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তৈরি যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যক্তি সৃজনশীল এবং ফলপ্রসূ উপায়ে বিরোধগুলি সমাধান করতে সক্ষম তবে এটির জন্য তাকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করা দরকার। এটি আরও ধরে নিয়েছে যে ধারাবাহিক দ্বন্দ্বগুলি প্রতিযোগিতামূলক থেকে সমবায় পরিচালিত হতে পারে। এটি কেবল ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অংশীদারদের মধ্যেই ঘটে না তবে দূর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এটি একটি সম্ভাবনা। গান্ধীবাদের দৃষ্টিভঙ্গি সত্যে পৌঁছানোর উপরে আরও জোর দিয়েছিল - এখানে বিজয় বা জয় গুরুত্বপূর্ণ নয়; ফলাফলের সাথে বিরোধে সমস্ত পক্ষের সন্তুষ্টি আরও গুরুত্বপূর্ণ। এটি তখনই ঘটতে পারে যখন পক্ষগুলির মধ্যে পারস্পরিক কিছু কাজ করা হয়। সমস্ত দল যখন ফলাফলটি নিয়ে সন্তুষ্ট হয়, তখন রেজোলিউশন নাজুক নয়। অহিংস কর্মের প্রকারগুলি জিন শার্প অহিংস পদক্ষেপকে তিন প্রকারে শ্রেণিবদ্ধ করেছে: ১) "আবাসন, যেখানে প্রতিপক্ষের পরিবর্তনগুলি বিশ্বাস করে না তবে তবুও বিশ্বাস করে যে শান্তি পেতে বা ক্ষতি হ্রাস করার জন্য কিছু বা সমস্ত পয়েন্ট দেওয়া ভাল; ২) অহিংস জবরদস্তি, যেখানে প্রতিপক্ষ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে চায় তবে তারা ক্ষমতা ও উত্সের নিয়ন্ত্রণের উপায় হারিয়ে ফেলতে পারে না; এবং 3) রূপান্তর, যেখানে প্রতিপক্ষ অভ্যন্তরীণভাবে সেই ডিগ্রীতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে তারা অহিংস কর্মী দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনগুলি করতে চায় (বা প্রকৃতপক্ষে, অহিংস কর্মীরা তাদের মধ্যে এতটা পরিবর্তন হয়েছে)। " আবাসন এবং অহিংস জবরদস্তির ক্ষমতায় তাদের ভিত্তি রয়েছে; এই পদ্ধতিগুলি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে যে সংঘাতের সাথে জড়িত দলগুলি একে অপরের উপর প্রয়োগ করতে পারে। রূপান্তরটির অবশ্য ক্ষমতার সাথে কোনও সম্পর্ক নেই; "বিবেককে স্পর্শ করা" এখানে ফোকাস। গান্ধীর পক্ষে, রূপান্তর কেবল একটি সংগ্রাম পরিচালনার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি নয় এটি "সংঘাত পরিচালনার নৈতিকভাবে সঠিক উপায়ও কারণ কেবল দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সত্য পৌঁছে যেতে পারে, বা কমপক্ষে যোগাযোগ করা যেতে পারে, এবং সত্যের এই জাতীয় সন্ধানটি হ'ল তাঁর মতে জীবনের লক্ষ্য সত্যগ্রহের মূলনীতি গান্ধীর পক্ষে, সত্যগ্রহ কেবল ক্রিয়াকলাপ নয়; এটি একটি দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনযাত্রা। এটি দশটি নীতি জোর দেয়: 1) বিরোধীদের অবমাননা বা উস্কানি দেওয়া উচিত নয়; অন্যথায় এটি সহিংসতার আমন্ত্রণ জানায়। ২) সত্যগ্রাহী তার মামলার প্রয়োজনীয় উপাদান এবং সংগ্রামের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার থাকতে হবে। এটি সহিংস মনোভাবকে আমন্ত্রণ করার সম্ভাবনা কম। 3) সৎ তথ্যের প্রসারণ অপরিহার্য - বিরোধীদের যদি কোনও ব্যক্তির কেস এবং আচরণের সম্পূর্ণ বোঝার ব্যবস্থা করা হয় তবে তারা সহিংসতা ব্যবহার করার সম্ভাবনা কম থাকে। ৪) প্রয়োজনীয় স্বার্থ, যা বিরোধীদের মধ্যে সাধারণ রয়েছে, এই লাইনগুলিতে স্পষ্টভাবে গঠন করা এবং সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা উচিত। ৫) একটি সত্যগ্রাহী প্রতিপক্ষের প্রতি তার চেয়ে কঠোর বিচার করা উচিত নয়। 6) একটি সত্যগ্রাহী তার প্রতিপক্ষের উপর বিশ্বাস রাখতে পারে। 7) একটি সত্যগ্রাহী সর্বদা অপরিহার্য বিষয়ে আপস করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, সত্যগ্রহের বিরোধীদের পক্ষ থেকে "কোনও নীতি জড়িত ব্যতীত সকল বিষয়ে বড় ছাড় দেওয়ার জন্য" আগ্রহী হতে হবে। 8) সত্যগ্রহের একটি ন্যায়সঙ্গত কারণ প্রয়োজন; এটি অন্যায্য কারণে ব্যবহার করা যাবে না। সত্যাগ্রহের অংশে ব্যক্তিগত আন্তরিকতা এইভাবে মূল বিষয়। ৯) যদি কোনও সত্যগ্রাহী তার প্রতিপক্ষকে তার

আন্তরিকতার প্রতিপন্ন করতে চায় তবে তাকে প্রদত্ত উদ্দেশ্যে ত্যাগ করতে হবে। 10) একটি সত্যগ্রাহী কখনও প্রতিপক্ষের দুর্বলতার অবস্থানটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

সত্য, অহিংসা এবং উপায় এবং শেষের মতো নীতিগুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই নীতিগুলির পাশাপাশি দেশগুলির মধ্যে মিথস্ক্রিয়াও পরিচালনা করা উচিত। গান্ধী যুদ্ধের মাধ্যমে না হয়ে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য বেসামরিক প্রতিরক্ষা ধারণার প্রসার ঘটিয়েছিলেন। নাগরিক প্রতিরক্ষা লক্ষ্য কেবল সীমানা বা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভবন নয় সমগ্র সমাজকে রক্ষা করা। যখন কোনও জাতি অন্য জাতির দ্বারা আক্রমণ করা হয়, তখন আক্রান্ত নাগরিকদের উচিত সামরিক প্রতিরক্ষার পরিবর্তে বেসামরিক প্রতিরক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করা এবং নাগরিক অবাধ্যতা ও অসহযোগিতার কৌশল ব্যবহার করে একটি রাজনৈতিক লড়াই শুরু করা। যে দেশের নাগরিক প্রতিরক্ষা গ্রহণ করা হয় সে দেশে অন্য দেশ আক্রমণ করার সম্ভাবনা কম থাকে কারণ এটি আর হুমকিরূপে দেখা যায় না। তবে এটি কেবল তখনই ঘটতে পারে যখন একতরফা নিরস্ত্রীকরণ প্রথম হাতে নেওয়া হয়। এ জাতীয় একতরফা কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক উত্তেজনা কমিয়ে দেবে। তবে, অস্ত্রগুলি অর্থনৈতিক কারণে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তাই নিরস্ত্রীকরণ বাস্তবতা হতে পারে না যদি না জাতিগুলি অন্য জাতির শোষণ বন্ধ করে দেয়। টমাস ওয়েবারের ভাষণে উপসংহারে বলা: "সত্যগ্রহ তখন গান্ধীবাহী দৃষ্টিকোণ থেকে, সংঘাত নিরসনের একটি কার্যকর, স্বায়ত্তশাসিত উত্পাদন পদ্ধতি। বিরোধীদের সহ সকলের অংশীদারি মানবতার উপর এর চাপ এটিকে সংঘাত নিরসনের অন্যান্য পদ্ধতির চেয়েও নৈতিকভাবে উন্নত করে তোলে। " কেবল তা-ই নয়, এমনকি সত্যগ্রহ বিরোধ নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হলেও, "নৈতিক জীবন যাপন করে মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিগত সুবিধা সর্বদা উপস্থিত থাকে এবং এটি অন্যান্য পদ্ধতির সাথে অনুপস্থিত।"